ডেইলি ইনকিলাব

১৫০

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 16 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনে দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ

শতাধিক নিহতঃ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

গতকাল ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনের টঙ্গী-পূবাইল রেল স্টেশনের মাজুখান সেতুর কাছে স্মরণাতীতকালের স্মরণকালের এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৭৩ জন নিহত ও শত শত যাত্রী আহত হয়েছে। নিহতের সংখ্যা গতকাল রাতের মধ্যেই শতাধিক ছাড়িয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। একজন আহত ট্রেনযাত্রী নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩শ' হবে বলে জানিয়েছেন। গতকাল সকাল ৭টা ২০ মিনিটে চট্টগ্রাম থেকে আগত ঢাকা মেইল ও চট্টগ্রামগামী উর্মি অরুণার মধ্যে এ মুখোমুখি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ৫৯ জন এবং বাকীরা বিভিন্ন হাসপাতালে মারা যায়। আহতদের অনেককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয় এবং বাকীরা এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, পিজি হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল, টঙ্গী হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল ও সম্মিলিত সামরিক শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠিত

আহত কয়েকশ'

ডেইলি ইনকিলাব

তারিখ 16 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শতাধিক নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। কর্তব্য কাজে অবহেলা ও ভুল সিগনালই এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বলে একজন রেল কর্মকর্তা জানিয়েছেন। তবে কেউ কেউ এ দুর্ঘটনাকে নাশকতামুলক কাজ বলেও মন্তব্য করেছেন। কারণ চট্টগ্রাম থেকে আগত ট্রেনের যাত্রীদের ৬০% ভাগই বিশ্ব এজতেমার উদ্দেশ্যে আসছিলেন। টঙ্গী স্টেশনের সিগন্যাল ডায়ারির ৪টি পাতা পাওয়া যায়নি। এদিকে এ দুর্ঘটনার জন্য আজ একদিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে এবং হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও বেগম রওশন এরশাদ দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দুর্ঘটনায় ঢাকামুখী ট্রেনের ২টি ও চট্টগ্রাম ট্রেনের ২টি বগী উল্টে নীচে পড়ে যায়। একটি বগী লাইনচ্যুৎ হয়। দু'টি ইঞ্জিনই প্রায় চূর্ন-বিচুর্ন হয়ে যায়। ট্রেন থেকে নিহতদের লাশ বের করে সারিবদ্ধ রাখার পর হাজার হাজার লোকের প্রচণ্ড ভীড় আর বুকভাঙ্গা কান্নায় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার পর সকাল ১০টা থেকে রেড ক্রিসেন্ট ও সন্ধানী ঢাকায় রক্তদানের আহবান জানিয়ে মাইকিং শুরু করে এবং শত শত লোক রক্তদানের জন্য সমবেত হয়।

দুর্ঘটনা

গতকাল প্রায় একহাজার যাত্রী নিয়ে উর্মি অরুণা চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অন্যদিকে ১৩টি বগী ও আড়াই হাজারেরও বেশী যাত্রী নিয়ে ঢাকা মেইল চট্টগ্রাম ছেড়ে আসে। ঢাকামুখী ট্রেনটি পূবাইল থেকে ৪ মাইল টঙ্গীর দিকে এবং চট্টগ্রামগামী ট্রেনটি টঙ্গী থেকে পূবাইলের দিকে একমাইল পথ অতিক্রম করার পর এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় দু'টি ট্রেনের গতিই খুব বেশী ছিলনা বলে আরো ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পায়। দুর্ঘটনার সময় দুর্ঘটনার স্থান থেকে মাত্র ২শ' গজ দূরে সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটের প্রশিক্ষণ শিবির চলছিল। হঠাৎ বিকট শব্দ ও পর পর কয়েকটি বগী পড়ে যেতে দেখে ঐ শিবির থেকে প্রায় দেড়শ' সৈনিক দৌড়ে আসেন এবং আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠাতে থাকেন। তারা বেলা একটা পর্যন্ত এ উদ্ধার কাজে ছিলেন। সেনাবাহিনীর লোকজন প্রথম পর্যায়ে ৫৯টি মৃত দেহ উদ্ধার করে এবং পরে আরো ২টি লাশ ট্রেনের ভেতরে আটকে পড়া অবস্থা থেকে সরিয়ে আনে।

ট্রেন দু'টির প্রথম দু'টি বগী রেল লাইনের দু'পার্শ্বে পড়ে যায় এবং এ বগী গুলোর প্রায় সকল যাত্রীই মারাত্মকভাবে আহত হয়। নিহতদের প্রায় সকলই এ বগীগুলোর যাত্রী ছিল বলে জানা গেছে। নিহত যাত্রীদের কারো কারো দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। কেউ হাত হারিয়েছে, আবার কারো নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে গেছে। অনেক লাশের চেহারা একেবারেই বিকৃত হয়ে যায়। আবার কারো কারো লাশ অক্ষত ও ঘুমন্ত মানুষের মতই দেখাচ্ছিল। দুর্ঘটনাস্থলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। একটি লাশের খণ্ডিত অংশ এবং একটি চাদর গাছে ঝুলতে দেখা যায়।

সেনাবাহিনীর লোকজন একটি একটি করে যখন লাশগুলো সারিবদ্ধভাবে রাখছিল তখন শত শত লোক খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে। তারা চেষ্টা করে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে বের করতে। কিন্তু মাত্র কয়েকটি লাশ ছাড়া কাউকেই সনাক্ত করা যায়নি। কারণ নিহত যাত্রীরা দূর-দূরান্তের। তাদের স্বজনরা এখনো জানে না তারা কোথায়, কিভাবে আছে। হয়তো আর কোনদিন জানবেও না। লাশগুলো মর্গে নিয়ে ময়না তদন্তের পর দাফন হয়ে যাবে। আর স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, প্রিয়জনের আশায় দিন গুনবেন। এভাবেই হয়তো একদিন শোক কেটে যাবে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর আহত যাত্রীদের আর্ত-চিৎকারে সমগ্র এলাকায় এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। শত শত নারী-পুরুষ ও শিশু বাঁচার জন্য চিৎকার করতে থাকে।

এদিকে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর ঢাকা ও চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ায় অসংখ্য লোক কমলাপুর ও চট্টগ্রাম স্টেশনে এবং ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভিড় করে। উর্মী অরুণা ট্রেনটির আহত দু'জন ড্রাইভার এখন মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন। তবে মেইল ট্রেনটির ড্রাইভারের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে দুর্ঘটনার পরপরই টংগী ও পূবাইলের স্টেশন মাস্টার উধাও হয়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলে একজন রেল কর্মকর্তা টঙ্গীর স্টেশন মাস্টারের অবহেলা ও ভুলের জন্যই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন। কারণ সিগন্যাল পেয়ে মেইল ট্রেণটি টংগীর প্রায় এক মাইলের মধ্যে এসে গিয়েছিল। অন্যদিকে একই সাথে টংগী থেকেও উর্মী অরুণা ছাড়ার সিগনাল দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

কোহিনুর বেগম (৪০) নামের একজন যাত্রী বলেছেন, আমি একটি বিকট শব্দ শুনি। এর পর কি হয়েছে তা আমি জানি না। তবে কিছুক্ষণ পর আমাকে খোলা আকাশের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পাই। কোহিনুর বেগম তার দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ ঢাকা থেকে কুমিল্লায় তার পিতার বাড়ী যাচ্ছিল। তার এক ছেলের মুখে আঘাত লাগে এবং অপর ছেলের ডান পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অপর মেয়েটি সামান্য আহত অবস্থায় বেঁচে আছে। আজহার আলী নামের এক ব্যক্তি চট্টগ্রাম থেকে আসছিল। তার সাথে তার স্ত্রী হাসিনা বেগমও ছিল। আজহার আলীর বিকৃত লাশ উদ্ধার করার পর স্ত্রী হাসিনা বেগম কাপড় দেখেই তা সনাক্ত করেন এবং কান্নায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হামি বেগম বুক থাপড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে আমার স্বামী দাও। হাসিনার স্বামী নিহত হওয়ায় তার ছোট তিন সন্তান এখন এতিম হয়ে পড়েছে।

এদিকে রেলওয়ের একজন কর্মকর্তা ভুল সিগন্যালকে এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করে বলেছেন, আমাদের কমপিউটারাইজড যোগাযোগ পদ্ধতি থাকলেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজনের বড় অভাব। গত ১০ জানুয়ারী উন্নত কমপিউটারাইজড টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়।

একজন যাত্রী জানিয়েছেন; তিনিসহ আরো অনেকে ঢাকাগামী ট্রেনের ইঞ্জিনে ছিলেন। তারা বিপরীত দিক থেকে ট্রেন আসতে দেখে ইঞ্জিনের ছাদ দিয়ে ট্রেনের ছাদে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এমনি সময় সংঘর্ষ ঘটে। তিনি দূরে ছিটকে পড়ে আহত হন। তবে দু'টি ইঞ্জিনের মুখোমুখি এ সংঘর্ষে ইঞ্জিনের দুমড়ে মোচড়ানো অংশে বহুলাশের খণ্ডিত অংশ ও নাড়ি-ভুঁড়ি লেগে থাকতে দেখা যায়।

ট্রেন দুর্ঘটনার পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৩৮ জন, পিজি হাসপাতালে ১৭ জন, পঙ্গু হাসপাতলে ৭২ জন, টঙ্গি হাসপাতালে ৪০ জন, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ৯ জন, শিশু হাসপাতালে প্রায় ৬০ জনকে মারাত্মক জখম অবস্থায় ভর্তি করা হয়। এ ছাড়া, শত শত যাত্রী বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। হাসপাতালে আহতদের মধ্যে পঙ্গু হাসপাতালে ৯ জন ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২ জন মারা গেছে। এ ছাড়া আরো আহত প্রায় ৪০ জনের অবস্থা আংকাজনক। নিহতদের মধ্যে গতকাল গাজীপুর হাসপাতালে ১৪ জনের ময়না তদন্ত হয় এবং বিকেলে ময়না তদন্তের জন্য ৩৮ জনের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। কয়েকজনের লাশ অবশ্য ঘটনাস্থল থেকে কেউ কেউ নিয়ে যায়।